POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ
فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا

এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়,তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যার্পণ করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৮৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 44

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

29 অক্টোবর, 2020 ● 11 রবিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) নামাযে এই দোয়া করতেন।

(832)عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ۔

নবী করীম (সা.) এর পত্নী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) নামাযে (তাশাহুদ এর পর) এই দোয়া করতেন- ' হে আল্লাহ্‌! কবরের আযাব থেকে আমি তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মসীহী দাজ্জাল থেকেও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্‌! পাপকর্ম ও ঋণ থেকেও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বক্তা আঁ হযরত (সা.)কে বললেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে প্রায়ই আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন তার কথা মিথ্যা হয়ে যায়। সে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তা রক্ষা করে না। '

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আযান)

এই সংখ্যায়

বার্ষিক রিপোর্ট
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

খোদার মারেফাতে যে আনন্দ রয়েছে তা এমন এক বিষয় যা না প্রত্যক্ষ করেছে কোনও চোখ, না শুনেছে কোনও কান আর না অনুভব করেছে কোনও ইন্দ্রিয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পৃথিবী এবং জাগতিক সুখ-আনন্দের বাস্তবতা

পৃথিবী এবং এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বস্তুতপক্ষে ক্রীড়া-কৌতুকের থেকে অধিক মূল্য রাখে না। এগুলি অস্থায়ী এবং কিছুকালের জন্য মাত্র আর এই আনন্দ-উপভোগের পরিণামে মানুষ খোদা থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু খোদার মারেফাতে (পরিচয় লাভ) যে আনন্দ রয়েছে তা এমন এক বিষয় যা না প্রত্যক্ষ করেছে কোনও চোখ, না শুনেছে কোনও কান আর না অনুভব করেছে কোনও ইন্দ্রিয়। এটি এক মর্মভেদী বিষয় যা প্রতি ক্ষণে তীব্রতর ও অভূতপূর্ব এক আনন্দ বয়ে আনে।

খোদা তা'লার সঙ্গে মানুষের এক বিশেষ ও অনন্য সম্পর্ক রয়েছে। মানব-প্রকৃতি এবং খোদার প্রতিপালন গুণের মধ্যে একটি বন্ধন সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদরা অত্যন্ত নিগূঢ় আলোচনা করেছেন। যদি এক খণ্ড পাথরকে শিশুর মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তবে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ধারণা করতে পারে যে সেই পাথর থেকে দুধ নিঃসৃত হবে এবং শিশু পরিতৃপ্ত হবে। কখনই নয়। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদার শরণাপন্ন হয়, ততক্ষণ সে আত্মবিলীন হয়ে খোদার প্রতিপালনগুণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না। আর ততক্ষণ সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না, যতক্ষণ আত্মা বিলীনতার পর্যায়ে উপনীত না হয়। কেননা খোদার প্রতিপালনগুণ এটিই চায়। যতক্ষণ এমনটি না হয়, ততক্ষণ মানুষ আধ্যাত্মিক দুধ দ্বারা প্রতিপালিত হতে পারে না।

'লাহবু' শব্দ পানাহারের সমস্ত ভোগসুখের অর্থ বোঝায়। লক্ষ্য করে দেখ, এই সমস্ত ভোগসুখের পরিণামে কেবল খোদা থেকে দূরত্বই তৈরী হয়। অলঙ্কার, বিভিন্ন প্রকার বাহন, বৈভবপূর্ণ বাসস্থান, কর্তৃত্ব এবং বংশ গৌরবের মত বিষয় নিয়ে গর্ব করা ইত্যাদি এমন বিষয়, অবশেষে যেগুলি এই সবের অধিকারীদের মধ্যে এক প্রকার উদাসীনতা সৃষ্টি করে যা মানুষকে দুঃখ দেয়, এবং বিমর্ষ ও অস্থির করে তোলে।

'লাআব' শব্দ দ্বারা নারীর প্রতি মোহ ও ভালবাসাকেও বোঝানো হয়। একজন পুরুষ কোনও নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সেই ভালবাসা ও আনন্দ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সব কিছু যদি কেবল আল্লাহ্‌ তা'লার সঙ্গে প্রকৃত ভালবাসা হওয়ার পর হয়, তবে মানুষ অপার আনন্দ লাভ করে। এমনকি অবশেষে প্রকৃত ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার তার জন্য উন্মোচিত হয় আর সে এক অনন্ত ও অক্ষয় আনন্দে প্রবেশ করে, যেখানে বিরাজ করে কেবলই পবিত্রতা ও নির্মলতা। সেই আনন্দ খোদার মাঝে নিহিত। অতএব তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা কর এবং তাঁকেই অন্বেষণ কর, কেননা এটিই প্রকৃত আনন্দ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫-১৯৬)

ইহুদীদের মধ্যে এই অনর্থক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, 'সাবাত' এর দিন তবলীগ করা, ওয়ায করা এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম করাও বৈধ।

ইহুদীদের মধ্যে 'সাবাত' শনিবার দিন পালিত হত। আর বাইবেল থেকে শনিবারের দিনটিই এবিষয়ের জন্য প্রমাণিত। (এই কারণে 'সাবাত' এর অর্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে শনিবার। অন্যথায়, 'সাবাত' এর প্রকৃত অর্থ হল, যেদিনটিতে প্রত্যাহিক কাজকর্ম ত্যাগ করা হয়। কথিত আছে যে এই কারণে বনী ইসরাইল জাতির 'সাবাত' শনিবার পালিত হয় আর মুসলমানদের শুক্রবার)

খৃষ্টানরাও 'সাবাত' এর গুরুত্ব স্বীকার করেছে ঠিকই, কিন্তু এরজন্য তরা রবিবারের দিনটি নির্ধারণ করেছে। এর কারণ হল, কিছু ইউরোপীয় জাতি ও বাদশাহ যখন খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল, তখন তারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের একটি শর্ত রেখেছিল যে ছুটির দিন হিসেবে রবিবার নির্ধারণ করা হোক। আর তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর লোভে পাদ্রীরা তাদের এই আমন্ত্রণ স্বীকার করে নেয় আর এভাবে 'সাবাত' এর অবমাননার ক্ষেত্রে তারা ইহুদীদেরকেও ছাপিয়ে যায়। কেননা ইহুদীরা তো মাঝে মধ্যে 'সাবাত' এর দিন কোনও জাগতিক কাজকর্ম করত, কিন্তু খৃষ্টানরা শনিবারকে চিরতরে কাজের দিনে পরিণত করল আর বিশ্রামের দিন হিসেবে রবিবারকে বেছে নিল। যদি খোদা তা'লার আদেশে এমনটি হত, তবে তাতে তেমন আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু যা কিছু হল তা খোদার আদেশে হল না। নিজেদের ইচ্ছামত এবং হযরত মসীহ নাসেরী (আ.)-এর

শেষাংশ ৯ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯-২০২০ সালে জামাতে আহমদীয়ার উপর হওয়া ঐশী কৃপা বর্ষণের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটির উল্লেখ

গত বছর ৯৮ টি দেশের ২২০ টি জাতি থেকে ১লক্ষ ১২ হাজার ১৭৯ ব্যক্তি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ১৬টি পুস্তক হিন্দিতে অনুদিত হয়েছে, এছাড়াও রূহানী খাযায়েনের ২০তম খণ্ডের ৬টি পুস্তক ও তফসীরে কবীরে

১ম খণ্ডের আরবী অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার ছাড়া জামাত আহমদীয়া ৮৪টি দেশে টিভি এবং রেডিও চ্যানেলে ইসলামের শান্তিপ্রিয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এবছর এগারো হাজার ৬৩টি টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৬ হাজার ৮৪২ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আর রেডিও স্টেশন ছাড়া বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশনে ১৮ হাজার ৪৭৯ ঘন্টা দৈর্ঘের ২২ হাজার ১৬৭টি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। আর টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে প্রায় ৫২ কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর ভাষণ প্রদত্ত ৯ই আগস্ট, ২০২০, স্থান: আইওয়ানে মসরূর, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্য। (তৃতীয় পর্ব)

পাকিস্তান থেকে চাডে আসা তবলীগি জামাতের সদস্যরা উক্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। একবার আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবের উপস্থিতিতে তারা সেখানে পৌঁছে যায়। পরিচয় হওয়ার পর তবলীগি জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমাদের মুয়াল্লিমের কাছে জানতে চায় যে জামাত আহমদীয়া কি এখানেও রয়েছে? আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব তাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' উপহার হিসেবে দেন। এরপর তারা সেই এলাকা থেকে চলে যায়। কয়েকদিন পর তারা পুনরায় সেই এলকায় ফিরে এসে এলাকার বাদশাহকে বলে, জামাত আহমদীয়া ছোট্ট একটি জামাত যারা আঁ হযরত (সা.) এর অমান্যকারী এবং কাফের। পাকিস্তান সরকার এদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। আপনারা জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরাট ভুল করেছেন। বাদশাহ তাদেরকে উত্তর দেন যে, আপনারা জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে যে কথা বলছেন সেগুলি আমরা তাদের মধ্যে দেখি নি। তারা তো রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে মান্য করে, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং প্রকৃত অর্থে মানবতার সেবা করে। বাকি থাকল প্রশ্ন যে পাকিস্তান সরকার কি বলেছে। কাফের আখ্যায়িত করেছে কি না. এর যতদূর সম্পর্ক, আপনারা চাডের রাজধানী যান। সেখানে জামাত আহমদীয়ার হেড কোয়ার্টার রয়েছে, সরকারি অফিসগুলিও সেখানে। সেখানার সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তারা জামাত আহমদীয়াকে মুসলিম জামাত হিসেবে কেন নথিভুক্ত করেছেন? এই উত্তর শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

আহমদ মুস্তাফা শেবা সাহেব বলেন, বয়আত করার সাত বছর পূর্বে ভারতীয় পোশাক পরিহিত এক যুবককে দেখি আর তাকে জিজ্ঞাসা করি যে সে কে? উত্তর পাই, ইনি ইমাম মাহদী। আমি মনে মনে বলি, ইমাম মাহদী তো রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর বংশধরদের মধ্য থেকে হবেন। এই ভারতীয় কিভাবে হলেন? এরপর হঠাৎ করে আমি সেই ব্যক্তিকে আমি আলিঙ্গান করে কাঁদতে শুরু করি। এর সাত দিন পর আমি এম.টি.এ আল আরাবিয়া পেয়ে যাই। আমি এবং আমার স্ত্রী ছ'বছর এম.টি.এ দেখতে থাকি এবং অবশেষে বয়আত করে মোমেনীনদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি বলেন, আমি বলতে চাই যে, বয়আতের পর আমি নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এখন আমি সেই ব্যক্তি নই, যেমনটি বয়আতের পূর্বে ছিলাম। কুরান করীমের তিলাওয়াত এবং অভিনিবেশের মাধ্যমে আমি মানুষের সঙ্গে বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ করি, যার কারণে লোকেরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর ঈমান আনে না। আমার পিতাও আমার মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমাকে বললেন, 'আমি চাই তুমি সব সময় এই জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাক, তবে আমাদেরকে জামাতের অনুরাগী বানানোর চেষ্টা করো না।' তারা একথা জানে না যে, আমার মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে সেই ইমামামের অনুসরণের কল্যাণে, যাঁকে তারা গ্রহণ করতে চায় না।

মরোক্কো থেকে আল হাসনী সাহেব লেখেন, ২০০২ থেকে ২১০৯ সাল পর্যন্ত আমি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে থেকেছি। আমি নামেই মুসলমান ছিলাম, খোদার ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছি। একাধিক বার আমি কারাগারের শাস্তি ভোগ করেছি। ২০১৬ সালে অস্ট্রিয়ার একটি জেলে বন্দী ছিলাম। সেখানে জীবনে প্রথম বার এম.টি.এ দেখলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কাসিদা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম এবং এমন অনুভুত হল যা জীবনে ইতিপূর্বে কখনও হয় নি। হৃদয় প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি জেলের মধ্যে প্রতিদিন এম.টি.এ দেখতে শুরু করলাম। অদ্ভুত বিষয় হল, আমাদের কামরায় একটিই টিভি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করলেন যে, আমি নিজের জন্য আলাদা একটি টিভি পেয়ে যাই এছাড়া মোবাইল ফোনও পেয়ে যাই। আমি বিভিন্ন মৌলবীদের পক্ষ থেকে এই কল্যাণমণ্ডিত জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগগুলি যাচাই করে দেখি। আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কাসীদা শুনে মনে মনে বললাম, এর মধ্যে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে,তা কোনও সাধারণ মৌলবীর রচনা হওয়া অসম্ভব। এই কালাম তো হৃদয়ের গভীরের প্রবেশ করে। অতএব আমি ঈমান আনি এবং সিদ্ধান্ত নিই যে, ইউরোপ থেকে নিজের দেশে গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করব। জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমি কেবল জাগতিকতার সন্ধান করতাম আর কোনও বিষয়ে পরোয়া করতাম না। কিন্তু এখন আমার জীবন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। আমি একজন অসৎ ব্যক্তি থেকে এখন সত্যবাদীতে পরিণত হয়েছি আর সেই প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করছি যা পূর্বে কখনও হয় নি।

এরপর মিসর থেকে উসামা সাহেব বলেন, ২০১৫ সালে এক দিন চ্যানেল বদলানোর সময় হঠাৎ এম.টি.এ আল আরাবিয়ার উপর চোখ যায়, যাতে লিকা মাআল আরাব অনুষ্ঠান চলছিল। এর মাধ্যমে আমি জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পরিচিত হই। এরপর আমি দিনে সাত ঘন্টা করে এম.টি. এ দেখতাম। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এমনটিই চলতে থাকে। আর সমস্ত খুতবা এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি শুনতাম। এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সত্যতার অনুরাগী হয়ে পড়ি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি বয়আত করি নি। এরই মাঝে আমি স্বপ্নে দেখি যে, কোনও এক অজ্ঞাত মরুভূমিতে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাঁবু খাটানো আছে আর রাত হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে সেখানে দেখতে পান। (বয়ান শুনে এমনটাই মনে হচ্ছে কিম্বা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিসসালামকে দেখেছেন। যাইহোক বিষয়টি স্পষ্ট নয়) তিনি সেখানে আসেন আর আমি হুযুরকে অনুসরণ করছি। ওজুর পর বড় তাঁবুর দিকে যান আর আমি তাঁর পিছন পিছন চলতে থাকি। এখানে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় আর স্বপ্নটি শেষ হয়ে যায়। আমি স্বপ্নটি দেখে খুবই আনন্দিত ছিলাম। এর পর তিনি বলেন, আপনাকে ভালবাসতে শুরু করি। দিবারাত্র উঠতে বসতে আপনার ভালবাসা

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

তোমরা বেলালের আযান শুনে হাস? অথচ সে যখন আযান দেয় তখন আরশে আল্লাহ্ তা'লা আনন্দিত হন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না ভালো মানুষ! শহীদ ও মুয়াজ্জিনদের নেতা তিনি, আর কিয়ামতের দিন হযরত বেলাল সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবেন, অর্থাৎ তিনি অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'জান্নাত তিন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তারা হলেন, আলি (রা.), আম্মার (রা.) এবং বিলাল (রা.)

মহানবী (সা.) বলেছেন, রাতের বেলা আমাকে যখন জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এই পদধ্বনি কার? জিব্রাঈল (আ.) বলেন, বেলালের।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, বিলাল কতই না উত্তম ব্যক্তি, যিনি শহীদ ও মুয়াজ্জিনদের সর্দার

কত উন্নত মর্যাদা সেই বেলালের যাকে এক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করে পাথরের ওপর টানাহ্যাঁচড়া করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন যে, হায়! আমি যদি বেলাল হতাম।

মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের দৃষ্টান্ত মৌমাছির ন্যায়, যা মিষ্টি ফল এবং তিক্ত লতাগুল্ম থেকেও রস আহরণ করে, কিন্তু যখন মধু হয় তখন পুরোটাই সুমিষ্ট হয়ে যায়।

ইনি ছিলেন আমাদের সৈয়্যদনা বেলাল, যিনি নিজের মনিব ও অনুসরণীয় নেতার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার আর আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদকে নিজ হৃদয়ে গ্রথিত করা এবং তার ব্যবহারিক প্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং পবিত্র আদর্শ।

পাঁচজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব পড়ানো হয়, যারা হলেন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মুবল্লিগ মৌলানা তালিব ইয়াকুব সাহেব, রাবোয়ার সাবেক ওকীলুল মাল সালেস ইঞ্জিনিয়ার ইফতিখার আলি কুরাইশি সাহেব, রাবোয়ার সাবেক সদর উমুমী হাকীম খুরশীদ সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া রাজিয়া সুলতানা সাহেবা, কাদিয়ানের নায়েব নাযের বায়তুল মাল মাননীয় মহম্মদ তাহের আহমদ সাহেব এবং জামেয়া আহমদীয়া ঘানার শিক্ষক মির্যা খলীল আহমদ বেগের স্নেহের পুত্র আকীল আহমদ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৫ সেপ্টেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৮ তাবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত বেলাল (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ্ বিন বুরায়দাহ্ (রা.) নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন প্রত্যুষে মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন,হে বেলাল! তুমি জান্নাতে আমার অগ্রে থাক, এর কারণ কী? গতকাল সন্ধ্যায় আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করি তখন আমি আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, আমি যখনই আযান দিই তখন দু'রাকাত নফল নামায পড়ি আর যখনই আমার ওযু ভেঙে যায় আমি (আবার) ওযু করে নিই। আমি মনে করি, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার জন্য দু'রাকাত (নামায) পড়া আবশ্যক করা হয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে এটিই কারণ হবে।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৮৯)

অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তুমি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক যে কাজ করেছ তা কী? কেননা আমি বেহেশ্তে আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, দিনে ও রাতে যখনই আমি ওযু করেছি, সেই ওযুর পর যতটা আমার জন্য সম্ভব ছিল অবশ্যই আমি নামায পড়েছি। আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক আর কোন কাজ আমি করিনি, এটি বুখারীর হাদীস।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, হাদীস-১১৪৯)

এর অর্থ এটি নয় যে, মহানবী (সা.)-এর চেয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন, বরং এর অর্থ হলো, পবিত্রতা ও গোপন ইবাদতের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন যে, জান্নাতেও তিনি সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর সাথে রয়েছেন যেভাবে পৃথিবীতে ছিলেন। পূর্বের একটি রেওয়ায়েতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ঈদের দিন হযরত বেলাল (রা.) বর্শা হাতে মহানবী (সা.) এর সামনে হাঁটতেন এবং কিবলামুখী করে বর্শা গেঁড়ে দিতেন আর মহানবী (সা.) সেখানে ঈদের (নামায) পড়াতেন। যাহোক, তার পবিত্রতা এবং ইবাদতের কারণে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতেও তার এই মর্যাদা বহাল রেখেছেন আর মহানবী (সা.) তাকে নিজের সাথে একটি দিব্যদর্শনে দেখেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, রাতের বেলা আমাকে যখন জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এই পদধ্বনি কার? জিব্রাঈল (আ.) বলেন, বেলালের। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হায়! আমি যদি বেলালের মায়ের গর্ভে জন্ম নিতাম, হায়! বেলালের পিতা যদি আমার পিতা হতো আর আমি বেলাল সদৃশ হতাম।

(মাজমায়ে যোয়ায়েদ ওয়া মুমবাউল ফোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩)

কত উন্নত মর্যাদা সেই বেলালের যাকে এক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করে

পাথরের ওপর টানাহ্যাঁচড়া করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন যে, হায়! আমি যদি বেলাল হতাম।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের উল্লেখ করে একস্থানে এভাবে লিখেছেন যে, বেলাল বিন রাবাহ্ (রা.) উমাইয়্যা বিন খালাফ এর হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় আযান দেওয়ার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিনি আযান দেওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন সিরিয়া বিজিত হয় তখন একবার হযরত উমর (রা.)এর অনুরোধে তিনি পুনরায় আযান দেন। (আযান শুনে) মহানবী (সা.)-এর যুগ সবার সামনে এসে যায়। অতএব তিনি স্বয়ং এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবীরা এত বেশি কাঁদেন যে তাদের খিঁচুনি আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত উমরের হযরত বেলালের প্রতি এত ভালোবাসা ছিল যে, যখন তিনি (রা.) মারা যান তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আজকে মুসলমানদের নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি ছিল দরিদ্র এক হাবশী ক্রীতদাস সম্বন্ধে যুগের বাদশাহ্‌র উক্তি।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২৪-১২৫)

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا- (সূরা কাহাফ: ৪৭) এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত বেলাল (রা.)-এর উল্লেখ করে বলেন, অবশিষ্ট কেবল একটি জিনিষই থাকবে, আর তা হলো, আল বাকিয়াতুস্ সালেহাত। আল্লাহ্‌র জন্য কৃত কর্মই অবশিষ্ট থাকবে। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আজকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বংশধর কোথায়? বাড়িঘর কোথায়? কোন সম্পদ নাই, বংশধর নাই, আমরা জানি না কোথাও তার বংশধর আছে কিনা? কিন্তু আমরা যারা তাঁর বংশধরও দেখি নি, বাড়ি-ঘরও দেখি নি, সম্পদও দেখি নি; আমরা যখন তার নাম নিই, তখন আমরা বলি হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'লা আনহু। তিনি (রা.) বলেন, কিছু দিন পূর্বে একজন আরব এসে বললেন, আমি বেলাল (রা.)-এর বংশধর। জানি না তিনি সত্য বলেছেন নাকি মিথ্যা; কিন্তু আমার তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল, কেননা তিনি সেই ব্যক্তির বংশধর যিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে আযান দিয়েছিলন। আজ বেলালের বংশধর কোথায়? আমরা জানি না তাঁর (রা.)'র বংশ আছে কিনা; আর যদি থাকেও তবে তারা কোথায়? তাঁর বাড়ি কোথায়? তাঁর (রা.)'র কোন সম্পত্তি আমরা দেখি না। তাঁর সম্পত্তি কোথায়? কিন্তু তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে যে আযান দিয়েছিলেন সেই স্মৃতি আজও অম্লান এবং তা চিরদিন অমর থাকবে।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৪৫৭-৪৫৮)

এই পুণ্যগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। হযরত বেলাল (রা.)-কর্তৃক চুয়াল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহায়নে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) ৪টি রেওয়ায়েত রয়েছে।

(সাইরু আলামুন নাবলা লিল ইমামেয যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬০)

একটি রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল। তারা হলেন- আলী, আম্মার এবং বেলাল (রা.)।

(সাইরু আলামুন নাবলা লিল ইমামেয যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৫)

একবার হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার সময় হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই যে বেলাল, তিনি হলেন আমাদের নেতা। হযরত আবু বকর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন, হযরত বেলাল (রা.) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, বেলাল আমাদের নেতা আর তিনি হযরত আবু বকর (রা.) কৃত পুণ্যকর্মগুলোর একটি।

(তারিখে দামাস্ক আল কবীর লি ইবনে আসাকীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩)

কেননা তিনি (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে ক্রয় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন।

হযরত আয়েয বিন আমর থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সালমান, হযরত সুহায়েব এবং হযরত বেলাল (রা.)-র কাছে আবু সুফিয়ান আসেন, তারা এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! খোদার তরবারি আল্লাহ্‌র শত্রুর ঘাড়ে যথাস্থানে আঘাত করতে পারে নি। বর্ণনকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কুরায়েশের সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? তারা যখন বলছিলেন যে, আমরা সঠিকভাবে এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিই নি- একথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভালো লাগে নি; তিনি বলেন, তোমরা কুরায়শের নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং একথা জানান। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমি হয়ত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক তাহলে নির্ঘাত তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের কাছে যান এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি। হযরত আবু বকর (রা.) এই চিন্তা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে বকাঝকা করবেন বা বারণ করবেন, কিন্তু উল্টো মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তাদের মনে কষ্ট দিয়েছ। এখানে আবু বকর (রা.)-এর মহান মর্যাদা দেখুন! তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেসব দরিদ্র লোকদের কাছে ফিরে যান এবং তাদেরকে বলেন, প্রিয় ভাইসকল! আমি তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েছি? তারা বলেন, না,না ভাই! আল্লাহ্ আপনার প্রতি কৃপা করুন, এমন কিছুই ঘটে নি, আমাদেরকে আপনি অসন্তুষ্ট করেন নি বা মনে কষ্ট দেন নি। (সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা, হাদীস-২৫০৪)

হযরত আবু মূসা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পাশেই ছিলাম যখন তিনি (সা.) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত বেলাল তাঁর সাথে ছিলেন; এক মরুবাসী মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আমার সাথে কৃত আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করবেন না? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে বলে আপনি অনেকবারই 'আবশির' তথা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু মূসা এবং হযরত বেলালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেমনটি কারো প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হলে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি তিনি সেই বেদুঈন থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি উক্ত দু'জনের দিকে মুখ করে বলেন, সে সুসংবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাকে সুসংবাদ দিচ্ছিলাম আর সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব, তোমরা দু'জন এই সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর মহানবী (সা.) একটি পেয়ালা চেয়ে আনেন যাতে পানি ছিল। এই পানি দিয়ে তিনি তার উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কুলি করেন। এরপর বলেন, তোমরা এটি থেকে পান কর এবং তোমরা উভয়েই নিজেদের মুখ ও বুকে এই পানি ঢেলে নাও এবং আনন্দিত হও। অতঃপর তারা দু'জনই সেই পাত্র হাতে নেন এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তারা করেন। পর্দার আড়াল থেকে হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমাদের পাত্রে যা আছে তা থেকে তোমাদের মায়ের জন্যও কিছুটা রেখো, অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর জন্যও কিছুটা বাঁচিয়ে রেখো। ফলে, তারা উভয়ে তাঁর জন্য তা থেকে কিছুটা রেখে দেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা, হাদীস-২৪৯৭)

হযরত আলী বিন আবি তালেব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্ তা'লা সাতজন করে নেতা বা অধিনায়ক দান করেন, আর আমি চৌদ্দজন অর্থাৎ দ্বিগুণ নেতা বা অধিনায়ক প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বললাম, তারা কারা? হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি, আমার দুই পুত্র, হযরত জাফর, হযরত হামযা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত মিক্বদাদ, হযরত আবু যর, হযরত আম্মার এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৮৫)

হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না উত্তম মানুষ, সে সব মুয়াজ্জিনের নেতা। কেবল মুয়াজ্জিনরাই তার অনুসরণকারী হবে আর কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট হবে মুয়াজ্জিনরাই।

(আলমুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, হাদীস-৫২৪৪)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না ভালো মানুষ! শহীদ ও মুয়াজ্জিনদের নেতা তিনি, আর কিয়ামতের দিন হযরত বেলাল সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবেন, অর্থাৎ তিনি অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

(মুজামুয যোওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকিব, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাতের উটনীগুলোর মধ্য থেকে একটি উটনী বেলালকে দেওয়া হবে আর তিনি তাতে আরোহন করবেন।

(সাইরু আলামুন নাবলা লিল ইমামেয যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৫)

হযরত বেলাল (রা.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলেন, এখানে বেলাল আছে কি? আমি উত্তরে বলি, না, আপনি ঘরে আসুন। মহানবী (সা.) বলেন, মনে হয় তুমি বেলালের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি বলি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন আর কথায় কথায় বলেন যে, মহানবী (সা.) একথা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একথা বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত বেলালের স্ত্রীকে বলেন, বেলাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে যে কথাই বলে তা অবশ্যই সত্য হবে আর বেলাল তোমার কাছে ভুল কথা বলবে না, তাই বেলালের প্রতি তুমি কখনোই অসন্তুষ্ট হয়ো না, অন্যথায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন কর্ম গৃহীত হবে না যতক্ষণ তুমি বেলালকে অসন্তুষ্ট রাখবে।

(তারিখে দামাস্ক আল কবীর লি ইবনে আসাকীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের দৃষ্টান্ত মৌমাছির ন্যায়, যা মিষ্টি ফল এবং তিক্ত লতাগুল্ম থেকেও রস আহরণ করে, কিন্তু যখন মধু হয় তখন পুরোটাই সুমিষ্ট হয়ে যায়।

(মুজামুয যোওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকিব, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪)

হযরত বেলাল (রা.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রা.) যখন বিছানায় শুতেন তখন দোয়া পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা তাজাওয়ায আন সাঈয়েআতি ওয়াহ্যুরনি বেইল্লাতি'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার ভুলত্রুটি মার্জনা কর আর আমার দোষত্রুটির বিষয়ে আমাকে অক্ষম মনে কর।

(আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭)

হযরত বেলাল (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, হে বেলাল! দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর আর সম্পদশালী অবস্থায় যেন মৃত্যুবরণ করো না। আমি নিবেদন করলাম দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব আর সম্পদশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব না- একথাটি আমি বুঝতে পারি নি, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)বলেন, তোমাকে যে রিয্ক দান করা হয় তা তুমি সঞ্চয় করে রেখো না আর যে জিনিসই তোমার কাছে চাওয়া হয় তা দিতে তুমি অস্বীকৃতি জানিও না। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি যদি এমনটি না করতে পারি তাহলে কী হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এমনই করতে হবে অন্যথায় ঠিকানা হবে জাহান্নাম।(আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১) অর্থাৎ কোন ভিখারীকে খালি হাতে ফেরাবে না। এছাড়া এমন যেন না হয় যে, শুধু সঞ্চয় করবে আর ব্যয় করবে না। অর্থাৎ ব্যয় করাও আবশ্যক।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বিশ হিজরীতে সিরিয়ার দামেস্কে হযরত বেলাল (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। কারো কারো মতে তিনি হালাব-এ মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ষাটের অধিক। কারো কারো মতে হযরত বেলাল ১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দামেস্কের কবরস্থানে বাবুস্ সগীরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(আত্তাবাকাতু কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০) (তারিখে দামাস্ক আল কবীর লি ইবনে আসাকীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর সম্মান ও পদমর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (এর কিছু কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, কিন্তু কথার ধারাবাহিকতায় এখানে প্রথম দিকের কিছু কথা সম্ভবত পুনরায় চলে আসতে পারে)

হযরত বেলাল (রা.) হাবশী (বা ইথিওপিয়ান) ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না, আরবী বলার সময় অনেক ভুল করতেন। উদাহরণস্বরূপ ইথিওপিয়ার মানুষ 'শীন'-কে 'সীন' বলত। যেমন- বেলাল (রা.) আযান দেওয়ার সময় যখন 'আশহাদু'কে 'আস্হাদু' বলতেন তখন আরবের লোকেরা হাসাহাসি করত, কেননা তাদের মাঝে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পাওয়া যেত। অথচ অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ তারা নিজেরাও বলতে পারত না। যেমন- আরবরা রুটিকে রুটি বলতে পারে না, বরং রুতি বলে। তারা 'ট'-এর পরিবর্তে 'ত' বলবে এবং 'চুরি'কে বলবে 'জুরি'। কেননা তারা 'চ' বলতে পারে না, তাই 'জ' বলবে। তিনি (রা.) বলেন, যেভাবে অনারবরা আরবী ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, ঠিক একইভাবে আরবরাও অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের নেশায় মত্ত হয়ে তারা একথা ভাবে না যে, আমরাও তো অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-এর আস্হাদু বলায় অন্যদের হাসাহাসি করতে দেখে বলেন, তোমরা বেলালের আযান শুনে হাস? অথচ সে যখন আযান দেয় তখন আরশে আল্লাহ্ তা'লা আনন্দিত হন। তোমাদের আশ্হাদু অপেক্ষা তার আস্হাদু বলা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিক প্রিয়। বেলাল (রা.) হাবশী বা ইথিওপিয়ান ছিলেন আর সেই যুগে ইথিওপিয়ানদের ক্রীতদাস বানানো হতো, বরং বিগত শতাব্দী তথা নিকটবর্তী শতাব্দীগুলোতেও দাস বানানো হয়েছে এবং আজ অবধি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যাদের নিকট কোন ভিন্ন জাতি অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত গণ্য হতে পারে। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে সকল জাতি আল্লাহ্ তা'লার সমান সৃষ্টি। গ্রীক এবং ইথিওপিয়ানদেরও তিনি সেভাবেই ভালোবাসতেন যেভাবে আরবদের ভালোবাসতেন। তাঁর কাছে কোন পার্থক্য ছিল না। আফ্রিকানরাও তেমনই প্রিয় ছিল যেমনটি ছিল আরবরা বা গ্রীকরা। এই ভালোবাসাই সেসব ভিন জাতির হৃদয়ে তাঁর (সা.) জন্য এমন ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিল, যে বিষয়টি আরবের অনেক মানুষের জন্য অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর এই ভালোবাসার কারণেই সেসব লোকের হৃদয়েও মহানবী (সা.)-এর প্রতি এক গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যাদের মাঝে বিচক্ষণতা ছিল না, যাদের সেই ভালোবাসার উপলব্ধি ছিল না এবং যাদের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার ভেদ ও রহস্যের জ্ঞান ছিল না তারা বুঝতে পারত না যে, এটি কীভাবে হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় আরব জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার আরবদের মাঝেও কুরায়েশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা অন্যান্য আরব জাতিগুলোকে তুচ্ছ ও নীচ মনে করত। তাঁর গোত্র ছিল সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্র, ইথিওপিয়ানদের সাথে তাঁর কীইবা সামঞ্জস্য ছিল? মহানবী (সা.)-এর কোন জাতি বা গোত্রের প্রতি ভালোবাসা থাকার হলে তা বনু হাশেমের প্রতি থাকা উচিত ছিল, তাঁর যদি কারো প্রতি ভালোবাসা থাকত তাহলে কুরায়েশের প্রতি থাকা উচিত ছিল বা আরবদের প্রতি থাকা উচিত ছিল, কেননা তারা তাঁর স্বজাতি ছিল, এজন্য এসব মানুষেরও তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত ছিল। ভিন জাতির হৃদয়ে, যাদের সাম্রাজ্যকে তাঁর সৈন্য-সামন্তরা পদদলিত করেছিল, যাদের জাতীয় নেতৃত্বকে ইসলামি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল (তাদের সাথে) কীভাবে ভালোবাসা হতে পারত? ভিন জাতিদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তারা পরাজিত হয়েছে এবং তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের মাঝে এক গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। এটি কীভাবে সৃষ্টি হলো? তাঁর প্রতি তো তাদের শত্রুতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে? এর জন্য প্রথমে আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতির সেই ভালোবাসাকে কিছুটা খতিয়ে দেখি যা তাদের মনিবের প্রতি তাদের ছিল। তিনি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) যখন গ্রেফতার হন তখন তাঁর বিশেষ শিষ্য পিতরকে, যাকে তিনি তাঁর পর খলীফাও মনোনীত করেছিলেন, সৈন্যরা জিজ্ঞেস করে, তুমি তার পিছনে পিছনে কেন আসছ, মনে হয় তুমিও তার সাথি? সৈন্যদের সন্দেহ হয় যে, তুমিও যেহেতু তার পিছনে পিছনে আসছ, তাই তুমিও তার সাথে যুক্ত আছ। তখন সে তাড়াতাড়ি বলে, আমি তার অনুসারী নই (ভয় পেয়ে যায়), আমি তো তাঁকে অভিসম্পাত করি। শুধু অস্বীকারই করে নি বরং অভিসম্পাত করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর শিষ্যরা অবশ্যই ভালোবাসতেন। এমন লোকও হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী বা শিষ্য ছিলেন যারা তাঁকে ভালোবাসতেন। পরবর্তীতে পিতরকেও রোমে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

হয়েছিল আর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকেও বরণ করে নেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্যের কথা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন শূলে চড়ানো হয় তখন তার ঈমান দৃঢ় ছিল না। তখন তো তিনি দু-চারটি চড়-থাপ্পড়কে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে শূলের মৃত্যুকেও তিনি সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। যাহোক, এটি সেই ভালোবাসার একটি চিত্র ছিল যা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাঁর জাতির ছিল।

এখন তাঁর জাতির বিপরীতে মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী দাসদের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে, তারা তাঁরই হয়ে গেছেন। বেলাল একজন ইথিওপিয়ান দাস ছিলেন, তার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, তা আমরা একটু খতিয়ে দেখি। বাহ্যত কোন কোন মানুষের নিজ প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাদের ভালোবাসা একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতি, হাবশী ক্রীতদাস হওয়ায় যাকে কেবল কুরায়েশরাই নয় বরং সমগ্র আরব পর্যন্ত ঘৃণা করত, (তার প্রতি) যে ধরনের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা কি কেবল সার্বজনীন উদারতার চেতনায় ছিল? (উদারতা ছিল যে, ভালোবাসতে হবে, তার মনস্তুষ্টি করতে হবে) কেবল সেজন্যই ছিল, না-কি এটি সত্যিকার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল? এটি কি লোকদেখানো ভালোবাসা ছিল, নাকি প্রকৃত ভালোবাসা ছিল? হযরত বেলাল (রা.)-ই এটি পরীক্ষা করতে পারেন,আমরা নই। এর জন্য হযরত বেলালের কাছে যেতে হবে। এ ঘটনা ঘটার পর ১৩০০ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে, আমাদের জন্য এটি যাচাই করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? দেখতে হবে, হযরত বেলাল (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশকে কী মনে করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ভালোবাসাকে হযরত বেলাল (রা.) কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন, তিনি এটিকে কী মনে করেছেন? এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, আমি নিজে কী মনে করি। এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী শতাব্দীর লোকেরা কী বুঝেছে। এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, এর পূর্ববর্তী শতাব্দীর লোকেরা কী মনে করতেন, আর এখানে প্রশ্ন এটিও নয় যে, স্বয়ং সাহাবীগণ কী বুঝেছেন। এসব কথা বাদ দাও যে, অন্যরা কী বুঝেছে বা মহানবী (সা.)-এর যুগের সাহাবীরা কী মনে করতেন। রবং আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং বেলাল (রা.) কী বুঝেছেন। প্রশ্ন হলো, মহানবী (সা.)-এর সেই ছোট্ট একটি বাক্য, ইতিপূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে; তাহলো তোমরা তার আস্হাদু বলায় হাসাহাসি কর? অথচ তার আযান শুনে আল্লাহ্ তা'লাও আরশে আনন্দিত হন। তিনি তোমাদের আশ্হাদু অপেক্ষা তার আস্হাদুকে অধিক মূল্যায়ন করেন। এটি কেবল মনস্তুষ্টি ও উপেক্ষার ছলে ছিল, নাকি গভীর ভালোবাসার ভিত্তিতে ছিল? সাময়িকভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি (সা.) কোন কথা বলেছিলেন, নাকি কোন গভীর ভালোবাসার কারণে বলেছিলেন যে,'আশহাদু' থেকে 'আসহাদু' আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দনীয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ কথায় বেলাল (রা.) কী বুঝেছিলেন? বেলাল (রা.) এ বাক্যের এ অর্থ করেছিলেন যে, যদিও আমি ভিন জাতির এবং এমন জাতির মানুষ যাদেরকে মানবতার গণ্ডি বহির্ভূত মনে করা হয় আর দাস বানানো হয়, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসা ও প্রীতি বিদ্যমান। বেলাল (রা.) এটি বুঝেছিলেন যে, ভিন জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আর এমন জাতির লোক হওয়া সত্ত্বেও যাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, আমাকে তিনি (সা.) ভালোবেসেছেন এবং স্নেহ করেছেন।

আমরা এ ঘটনার কিছুকাল পূর্বে গিয়ে দেখি, এই একই ব্যক্তি যিনি বলেন, 'মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা আনআম: ১৬৩)। মহানবী (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা আনআম: ১৬৩) অর্থাৎ আমার মৃত্যুও আল্লাহ্র জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন, নতুন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, নতুন লোক সামনে আসে এবং নুতন পরিবর্তন সাধিত হয়। সময় অতিবাহিত হয়েছে, নতুন রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। কতিপয় সাহাবী আরব থেকে শত শত মাইল দূরে চলে যান। সেসব সাহাবীদের মাঝে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ সব পরিবর্তন ঘটলে তিনি (রা.) সিরিয়ায় চলে যান এবং দামেস্কে গিয়ে পৌঁছেন। একদিন দামেস্কে কিছু মানুষ একত্রিত হয়, সেখানে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন, আর তারা বলে, রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে বেলাল (রা.) আযান দিতেন। আমরা চাই, বেলাল (রা.) যেন পুনরায় আযান দেন। তারা বেলাল (রা.)-কে অনুরোধ করে, কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) অস্বীকার করে বলেন, আমি এখন আযান দিতে পারব না। বেলাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর আমি আর আযান দিব না। কেননা যখনই আমি আযান দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি তখনই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বরকতময় যুগ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই, এজন্য আমি আযান দিতে পারব না। বিষয়টি আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। হযরত উমর (রা.)ও তখন দামেস্ক-এ এসেছিলেন, ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে সফরে ছিলেন। মানুষজন তাঁর অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিবেদন করে যে, আপনি বেলালকে আযান দিতে বলুন। আমাদের মাঝে এমন লোকেরাও রয়েছে যারা মহানবী (সা.)-কে দেখেছে আর বেলালের আযান শোনার জন্য আমাদের কান ছটফট করছে। সেই যুগ অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর যুগ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, হযরত বেলালের আযান আমাদের কল্পনার জগতে ভেসে উঠে। আমরা বাস্তবেও একবার হযরত বেলালের আযান শুনতে চাই, যেন সেই যুগ আমাদের চোখের সামনে আরো ভালোভাবে ফুটে উঠে। আর আমাদের মাঝে তারাও রয়েছে, যারা মহানবী (সা.)-এর যুগ পায় নি, তাদের হৃদয়ের বাসনা হলো, সেই ব্যক্তির আযান শোনা, যার আযান মহানবী (সা.) শুনতেন এবং তিনি তা পছন্দও করতেন। হযরত উমর (রা.) বেলালকে ডাকেন এবং বলেন, মানুষ আপনার আযান শুনতে চায়। তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আপনি যুগ খলীফা। আপনি চাইলে আমি আযান দিচ্ছি, কিন্তু আমি এটিও বলে রাখছি যে, আমার মাঝে তা সহ্য করার শক্তি নেই। অতএব হযরত বেলাল দাঁড়িয়ে যান এবং সুউচ্চ কণ্ঠে ঠিক সেভাবে আযান দেন যেভাবে তিনি মহানবী (সা.)-এর যুগে আযান দিতেন। আযান শুনে মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা স্মরণ করে তাঁর আরব সাহাবীগণের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে আর কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। হযরত বেলাল আযান দিতে থাকেন আর শ্রোতাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর যুগের স্মরণে আবেগ ভিড় করতে থাকে। কিন্তু হযরত বেলাল, যিনি হাবশী ছিলেন, যার কাছ থেকে আরবরা সেবা গ্রহণ করেছে, আরবদের সাথে যার কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না, আর ভ্রাতৃত্ববন্ধনেরও সম্পর্ক ছিল না, আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং তার হৃদয়ে কী প্রভাব পড়েছে। উক্ত প্রভাব ছিল সেসব আরবদের ওপর প্রভাব, যারা মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক ছিল। তাদের সেই যুগের কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর যারা সেই যুগের আরব ছিল না, তাদের সেসব কথা স্মরণ হয়ে যায় ও তারা আবেগআপ্লুত হয়ে যায়, অথবা একে অপরকে দেখে তারা আবেগআপ্লুত হন। কিন্তু হযরত বেলাল, যিনি আরবও ছিলেন না, উপরন্তু ক্রীতদাস ছিলেন, তাঁর ওপর এই আযানের কী প্রভাব পড়েছে (সেটি দেখার বিষয়)। বলা হয়, তিনি (রা.) অর্থাৎ হযরত বেলাল আযান শেষ করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েন-এই প্রভাব পড়েছে তাঁর ওপর, আর কয়েক মিনিট পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর এই দাবির সত্যায়নে এটি বিজাতিদের সাক্ষ্য ছিল যে, আমার কাছে আরব এবং অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি হলো সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। এই প্রেম ও ভালোবাসা, যা অনারব জাতিগুলো তাঁর (সা.) প্রতি প্রদর্শন করেছে। মহানবী (সা.)যে বলেছেন, আরব এবং অনারবদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এটি হলো তার সত্য ও ব্যবহারিক সাক্ষ্য, এটি হলো তার বহিঃপ্রকাশ। এটি ছিল বিজাতিদের সাক্ষ্য, যারা তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ ডাক শুনেছে এবং এর যে প্রভাব তারা প্রত্যক্ষ করেছে, সেটি তাদের মাঝে এ বিশ্বাস সঞ্চার করেছে যে, তাদের নিজেদের জাতিও তাদেরকে সেভাবে ভালোবাসতে পারে না যেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে ভালোবাসতেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩০, পৃ: ২৬৩-২৬৭, প্রদত্ত খুতবা, ২৬ শে আগস্ট, ১৯৪৯)

ইনি ছিলেন আমাদের সৈয়্যদনা বেলাল, যিনি নিজের মনিব ও অনুসরণীয় নেতার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার আর আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদকে নিজ হৃদয়ে গ্রথিত করা এবং তার ব্যবহারিক প্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং পবিত্র আদর্শ। এছাড়া নিজের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

এই সেবকের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও স্নেহের উপাখ্যানও পৃথিবীর আর কোথাও আমরা দেখতে পাই না। এটিই সেই বিষয় যা আজও প্রেম ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং দাসত্বের শৃঙখলকে ছিন্ন করতে পারে। সুতরাং আজও তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং রসূলে আরব (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার উক্ত মানে উপনীত হওয়াতেই আমাদের মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। হযরত বেলালের স্মৃতিচারণ আজ এখানে শেষ হচ্ছে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব। তাদের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, মোহতরম তৈয়ব ইয়াকুব সাহেবের পুত্র ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো-র মুবাল্লেগ মওলানা তালেব ইয়াকুব সাহেবের। তিনি গত ৮ সেপ্টেম্বর তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।** শৈশব থেকেই তিনি ধর্মানুরাগী মানুষ ছিলেন। ত্রিনিদাদের অধিবাসী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পাঁচ বেলার নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়নে তার প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ব্রিটিশ ইন্সুরেন্স-এ চাকরি পান। কিন্তু 'ও' লেভেল করার পর ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৯ সনে তিনি জীবন ওয়াক্ফ করেন এবং জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৯ সনে তিনি শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। তার বিবাহ হয় ১৯৮৭ সনে কাদিয়ানের সাবেক দরবেশ, নায়েব নাযেরে আ'লা মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের কন্যা মোকর্‌রমা সাজেদা শাহীন সাহেবার সাথে। তার স্ত্রী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত ভাই মির্যা বরকত আলী সাহেবের পৌত্রী। জামেয়া পাশ করার পর তার প্রথম নিযুক্তি বা পদায়ন হয় আফ্রিকার জায়েরে। সেখানে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর তিনি সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত গায়ানা জামা'তে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পান। অতঃপর সেখান থেকে তাকে ঘানার দুটো ভিন্ন অঞ্চল কোপেরেডুয়া ও কুমাসিতে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সন পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করার সৌভাগ্য পান। সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হবার পর তাকে ত্রিনিদাদে নিযুক্ত করা হয়, যেখানে ফ্রীপোর্ট জামা'তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে একান্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের কাছে তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। যেখানেই গিয়েছেন জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। জামা'তের সদস্যরা তার সাথে বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক রাখত আর তিনিও তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। বিগত কয়েক বছর থেকে তিনি কিডনি বা বৃক্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। ডায়ালিসিসের জন্য সপ্তাহে তিনবার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যেতে হতো, তথাপি জামা'তের কার্যক্রমে তিনি কোন বাধা আসতে দেন নি। অত্যন্ত মুত্তাকী, বিনয়ী, নরম প্রকৃতির, নম্রভাষী, ধৈর্যশীল ও অনুগত ছিলেন। সহনশীল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে সর্বদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন করীমের তিলাওয়াত, রাতে শোয়ার পূর্বে আট রাকাত নফল আদায় করা তার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। জামা'তী রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। নিজ পরিবারকেও এসব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করতেন। নিজের পরিবারে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার স্ত্রী ছাড়াও একজন পুত্র নাসের ইয়াকুব এবং দুই কন্যা আমিনা ইয়াকুব ও আদিলা ইয়াকুব রয়েছে। তার দুই ভাই এবং তিন বোন রয়েছে। তাদের কয়েকজন ত্রিনিদাদে রয়েছে এবং কয়েকজন অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছে। তার একজন ভাবি হেলেন ইয়াকুব সাহেবা বলেন, আমি ত্রিশ বছর পূর্বে বয়আত গ্রহণ করেছি। মওলানা সাহেব ত্রিনিদাদে আসলে সর্বদা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ধর্মের নতুন নতুন কথা আমাকে শেখাতেন। এর কারণে আমার ধর্ম শেখার আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। তালেব ইয়াকুব সাহেবের এমন আচরণের কারণেই আমার পুত্র তৈয়্যব ইয়াকুব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুরব্বী হবার নিয়্যত করেছে এবং এখন জামেয়া আহমদীয়া কানাডার দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা গ্রহণ করছে। যেখানে তার চিকিৎসা চলছিল সেখানে একজন আহমদী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক ডাক্তার ও নার্স, যারা তার চিকিৎসা করেছে, তার নৈতিক গুণাবলীতে খুবই প্রভাবিত ছিল। তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন, তিনি বসে থাকা অবস্থায় কেউ এসে গেলে এবং হাসপাতালে আসন সংকট থাকলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে গিয়ে অন্যদের বসার সুযোগ করে দিতেন। রোগীদের জন্যও এবং ডাক্তারদের জন্যও এক অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। অন্য মানুষজনের জন্যও এক অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, একজন মুরব্বী ও মুবাল্লেগের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে সত্যিকার অর্থে গুণান্বিত ছিলেন। খিলাফতের আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা অগ্রসর-অগ্রগামী ছিলেন; তার উর্ধ্বতনদের প্রতিটি কথা মান্য করতেন এবং যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, সেটিকে যথার্থরূপে পালনের পূর্ণ চেষ্টা করতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। কুরআন করীম তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত ছিলেন।

ত্রিনিদাদের একজন মুরব্বী কাসেদ উরায়েচ সাহেব বলেন, ত্রিনিদাদে যখন আমার পোস্টিং হয় তখন মওলানা সাহেব শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন, আবার বয়সেও তিনি বড়; এই মুরব্বী সাহেব যুবক, দু'তিন বছর হলো কানাডা জামেয়া থেকে পাস করে সেখানে গিয়েছেন। তিনি বলেন, মাত্র কয়েকদিনের মাথায় মওলানা সাহেব পঞ্চাশ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রসহ আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং অত্যন্ত স্নেহসুলভ ব্যবহার করেন। এরপর দু'তিন দিন পর পর মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে বা ফোন করে আমার কুশলাদি জেনে নিতেন যে, নতুন এসেছ, তোমার অনেক কিছু দরকার হতে পারে। সেই সাথে হয়ত তাকে বিভিন্ন উপদেশও দিতেন এবং বোঝাতেনও। ছোট-বড় সবার সাথে ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সবসময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন এবং যুগ-খলীফার জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। তার মেয়ে লিখেন, আমাকে সবসময় বলতেন যে, পরীক্ষার পূর্বেও এবং সর্বদা সব কাজের জন্য যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য লিখবে। স্থানীয় একজন আহমদী মুনীর ইব্রাহীম সাহেব বলেন, আমরা যখনই তবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও যেতাম, সবসময়ই মওলানা সাহেব উপস্থিত থাকতেন এবং তবলীগের দায়িত্ব বণ্টন করে নিতেন; কাউকে বলতেন, তুমি উত্তরে যাও, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যেন অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে। তিনি সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তার সহকর্মী যুবক মুরব্বীরা এবং অন্যরাও একই কথা বলেছেন যে, জামা'তের উন্নতির জন্য এবং তবলীগের জন্য কেউ যদি সামান্য কোন কাজও করত, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং তাকে অনেক উৎসাহ দিতেন। একথা প্রত্যেকেই লিখেছেন যে, তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং মীমাংসাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মাঝে কোন মনোমালিন্য দেখা দিলে, সবসময় মীমাংসা করিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আমরা আহমদীই! আর কোন ভাইয়ের প্রতি মনে ক্ষোভ রাখা উচিত নয়। আমিও তাকে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। খিলাফতের প্রতিও অগাধ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল; আর যেমনটি আমি বলেছি, তার সন্তানরাও এটিই বলেছে যে, আমাদেরও এ কথাই বলতেন যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাক এবং নিয়মিত চিঠি লিখতে থাক।

একজন নতুন বয়আতকারী নারেশ সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন অ-আহমদী মসজিদে গিয়ে প্রকৃত ইসলামের সন্ধান করতাম। যখন আমি মওলানা তালেব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন কোন যুক্তি-প্রমাণ শোনার পূর্বেই আমার মনমস্তিষ্কে খুব ভালো একটি প্রভাব সৃষ্টি হতে থাকে। সে কারণেই তিনি এরপর বয়আত গ্রহণ করেন। যাহোক, তালেব ইয়াকুব সাহেব ওয়াক্ফের দায়িত্বও পূর্ণ নিষ্ঠা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালন করেছেন এবং কখনো কোন অজুহাত দেখান নি। এটি-ই বলতেন যে, যুগ-খলীফা যেখানেই নিযুক্ত করবেন সেখানেই কাজ করতে হবে; আর তিনি যদি কখনো আমাকে বলেন যে, তুমি পাকিস্তানে থাক, পাকিস্তানেই তোমার পোস্টিং, নিজের দেশে ফিরে যেও না, তাহলে আমি সেটির জন্যও প্রস্তুত আছি। কার্যত এর প্রস্তুতিস্বরূপ পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি পাঞ্জাবী ভাষা শেখারও চেষ্টা করেন যে, যদি সেখানে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে পাঞ্জাবের লোকদের সাথে কাজ করতে হতে পারে; এজন্য তিনি পাঞ্জাবী ভাষা শিখতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষা

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

করুন এবং তাদেরকে মরহুমের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা মুকাররম ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেবের যিনি সাবেক ওকিলুল মাল সালেস আর মজলিসে তাহরীকে জাদীদের নায়েব সদরও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বেশ দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। গত ৩ জুন তারিখে তিনি ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন**। ইফতেখার আলী সাহেবের পিতার নাম মমতাজ আলী কুরায়শী সাহেব। পেশায় তিনি পশু চিকিৎসক ছিলেন। ইফতেখার আলী সাহেব ভারতের মেরঠে জন্ম গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মেরঠেই অর্জন করেন। এরপর রুড়কির থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ভর্তি হন, যা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে, এবং ১৯৪৪ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবনেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁর পিতা তখন আহমদী ছিলেন না। কিন্তু ইফতেখার কুরায়শী সাহেব স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে গবেষণা শেষে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব ও তার পিতা মুন্সী ফাইয়ায আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী পেয়েছিলেন। ইফতেখার কুরায়শী সাহেব অধিকাংশ সময় পড়ালেখার প্রয়োজনে নিজ বড় চাচা তুরাব আলী সাহেবের কাছে থাকতেন। তুরাব আলী সাহেবও আহমদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব নিজ পিতার সাথে অধিকাংশ সময় উপশহর মেরঠের সারাবাহতে ইফতেখার আলী সাহেবের বড় চাচার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। কুরায়শী ইফতেখার আলী সাহেব ঐ সকল পুণ্যাত্মাদের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বইপুস্তক পেতেন আর দিল্লী জামা'তও ছোট ছোট লিফলেট প্রচার করত। ঐ সকল লিফলেটও ইফতেখার আলী সাহেব অধ্যয়নের জন্য পেতেন। ইফতেখার আলী সাহেব সফরে সেসব বই পুস্তক পড়ে ফেলতেন এবং সেগুলি নিয়ে নিজ পিতার হাতে তুলে দিতেন। ইফতেখার সাহেব যখন থমসন কলেজে ভর্তি হন তখন তার ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব তাকে নিয়মিত পত্রযোগে ব্যাপক পরিসরে তবলীগ আরম্ভ করেন। ইফতেখার আলী সাহেবও বিস্তারিতভাবে সেসবের উত্তর দিতেন। সে যুগেও তার তাহাজ্জুদ আদায়ের এবং প্রাণঢালা দোয়া করার সুযোগ লাভ হয়, কিন্তু হৃদয়ে এক অস্থিরতা এবং ভীতি ছিল। একবার তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে হৃদয়ের এ অবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে হুযূর (রা.) লিখেন, আপনার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ, তাই এর উত্তর পত্রের মাধ্যমে দেওয়া দুরূহ। আপনি আমার অমুক পুস্তকটি পাঠ করে নিন। ইফতেখার আলী সাহেব উক্ত পুস্তক তার ফুপা মুখতার সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে পড়া শুরু করেন। তিনি যতই তা পাঠ করতে থাকেন ততই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে পত্রের মাধ্যমে তিনি লিখিত বয়আত করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কাদিয়ানের জলসায় আসেন আর কাদিয়ানের পরিবেশ দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বক্তৃতাগুলো তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং সেখানেও তিনি বয়আত করেন। এভাবে তিনি খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আতের সৌভাগ্যও লাভ করেন। প্রত্যেক বছর তিনি কাদিয়ানের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী'র সাথেও তিনি সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন। মাথায় কোন প্রশ্ন থাকলে তিনি তা হুযূরের কাছে উপস্থাপন করে উত্তর জেনে ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে যেতেন। ভারতেই তিনি সরকারী চাকরি শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই চাকরি করেন। ১৯৫১ সালে হিজরত করেন। পাকিস্তানে সেচ ও এনার্জি বিভাগে চাকুরি করেন। সরকারী চাকরির সুবাদে বিভিন্ন শহরে তার বদলি হয়। তিনি খুবই সততার সাথে কাজ করেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে পদোন্নতির ধারায় তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হন, বরং একবার কিছুকালের জন্য তাকে পাঞ্জাব সরকারের সেচ ও এনার্জি মন্ত্রনালয়ের সচিব পদেও নিযুক্ত করা হয়, অর্থাৎ তিনি সচিব পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। খুবই সম্মান ও দক্ষতার সাথে নিজ দেশ পাকিস্তানের সেবা করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন, কিন্তু এর পূর্বে ১৯৮০ সালে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্পেন সফর শেষে রাবওয়ায় ফিরে গিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদীয়া আর্কিটেক্টস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস' প্রতিষ্ঠা করেন তখন ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেবকে এর প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। সেই সময় তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন এবং পরে অবসরে যান। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করার জন্য আবেদন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার ওয়াক্ফ মঞ্জুর করেন আর ১৯৮৩ সালে তার ওপর তাহরীকে জাদীদের ওকিলুল মাল সালেসের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। প্রথমে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় কিন্তু এরপর তিনি এই পদে নিয়মিত নির্বাচিত হতে থাকেন। তিনি ১৯৮০ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সময়েও তার বহু কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। যেমন বুয়ুতুল হাম্দ কোয়াটার নির্মাণ ছাড়াও রাবওয়ায় জামা'তী বিল্ডিং নির্মাণের তিনি সুযোগ পেয়েছেন। তিনি নির্মাণ কমিটির তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। এছাড়াও তাকে অন্যান্য প্রজেক্টের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়, যেমন- ফযলে ওমর হাসপাতাল,জামেয়া আহমদীয়া, খিলাফত লাইব্রেরী ইত্যাদি। একই সাথে তিনি ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে কাজ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ২০০৭ সালে আমি তাকে মজলিস তাহরীকে জাদীদের নায়েব সদর নিযুক্ত করেছিলাম। তিনি খুবই বিশ্বস্ততা, একাগ্রতা ও ভালোবাসার সাথে কাজ করতেন। চারজন খলীফার যুগ তিনি দেখেছেন এবং সর্বদা সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রদর্শনকারী প্রমাণিত হয়েছেন। মিতবাক ছিলেন আর সর্বদা নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। ওয়াক্ফে জিন্দেগী হিসাবে তিনি সাঁইত্রিশ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে তিনি কাজ করতেন, আমিও তার সাথে কাজ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুই পুত্র ও তিন কন্যা দান করেছেন। তার এক পুত্র স্থপতি এবং এক কন্যা ডাক্তার। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমুহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তৃতীয় জানাযা রাজিয়া সুলতানা সাহেবার, যিনি মৌলভী হাকিম খুরশিদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী শায়খুল্লাহ্ বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন।যৌবনেই নামায-রোযায় কঠোরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন। সারাজীবন সরলতা ও বিনয়ের সাথে অতিবাহিত করেছেন। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তারা স্বামী হাকিম মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেব সদর উমুমীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তার বাসায় মিটিং, সভা প্রভৃতি হতো আর তিনি অতিথিদের আতিথ্য করতেন। মুকাররম মৌলভী সাহেবের ১৯৮৪ সালে আড়াই বছর আসীরে রাহে মওলা (আল্লাহ্র পথে বন্দি) থাকার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। এ সময়টি তিনি নিজ স্বামীর অবর্তমানে পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। কেবলমাত্র তা-ই নয় বরং দৈনিক বেশ কয়েকজনের খাবার প্রস্তুত করে জেলে পাঠাতেন এবং অতি গোপনে পুণ্যকাজ করতেন। বেশ কয়েকজন গরীব ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন, কয়েকজন গরীব শিশুকে লালনপালন করেছেন। আপনপর সবাই এ কথা বলেছে যে, খুবই স্নেহশীলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তিনি এক কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা কাদিয়ানের নায়েব নাযের বায়তুল মাল মুহাম্মদ মনসুর আহমদ সাহবের পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ তাহের আহমদ সাহেবের। ২৮ মে তারিখে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৫৭ বছর বয়সে কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।মরহুম হায়দারাবাদের বাসিন্দা ছিলেন।জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান থেকে পাশ করার পর ১৯৮৯-২০২০ পর্যন্ত মোট ৩১ বছর জামা'তের বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। পুরোটা সময় জুড়ে তিনি অর্থ দপ্তরে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বায়তুল মাল আমদ দপ্তরে ৭ বছর, নেযামত মাল ওয়াকফে জাদীদ-এ ৯ বছর, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল ও নায়েব নাযের মাল ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে ৩ বছর, নাযেম মাল ওয়াকফে

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

জাদীদ হিসেবে ৮ বছর এবং নায়েব নাযের বায়তুল মাল হিসেবে ২ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সরলমনা, মিশুক ও সহানুভূতিশীল একজন কর্মী ছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে সফর করেছেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জামা'তের সদস্যদের অবগত করেছেন এবং তাদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার এসব সফর ও চেষ্টাপ্রচেষ্টার ফলে ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেটও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা ছাড়াও তার স্ত্রী এবং দুই পুত্র রয়েছে। মরহুম কাদিয়ানের কাযা বোর্ডের প্রধান মওলানা মুহাম্মদ করীম শাহেদ সাহেবের বড় জামাতা এবং কাদিয়ানের নাযেরে আ'লা ইনআম গৌরী সাহেবের মামাতো ভাই ছিলেন। মরহুমের এক ভাই কাদিয়ানে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকে সুরক্ষিত রাখুন।

পরবর্তী জানাযা হলো স্নেহের আকীল আহমদ-এর, যে-কিনা ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়া ঘানার শিক্ষক মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেবের পুত্র। আকীল আহমদ পাকিস্তানে গিয়েছিল আর সেখানে গিয়ে তার yolk sac tumor ধরা পড়ে। স্বল্পকালের অসুস্থতার পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে ঐশী তকদীরের অধীনে সে মৃত্যুবরণ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। ছোটকাল থেকেই সে বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত ছিল। নিজের চেয়ে কমবয়সী শিশুদের প্রতি যত্নবান, অত্যন্ত নেক এবং অনুগত ছিল। ঘানার মাদরাসাতুল হিফযে ৬ পারা হিফয করারও সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল তার। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়া ২ বোন স্নেহের আদীলা ও শাকীলা রয়েছে। তারা দু'জনই ওয়াকেফাতে নও। তার পিতা মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেব ঘানার ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছেন। জামেয়া আহমদীয়া ঘানার আরেকজন শিক্ষক নাসির আহমদ সাহেব লিখেন, আকীল আহমদ অত্যন্ত স্নেহের ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল। তার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমার সবসময় মনে থাকবে। সে এক নিষ্পাপ ও অনুগত ছেলে ছিল। বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং কুরআন করীমের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ছিল। রুটিনের পড়াশোনা ছাড়া সে গতবছর থেকে পবিত্র কুরআন হিফ্‌য (মুখস্ত) করছিল। প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর খাবার খেয়ে মসজিদে গিয়ে নিজের পাঠ রিভাইজ করত এবং স্কুলের কাজ শেষ করে প্রত্যহ কুরআন করীমের কিছু অংশ মুখস্ত করার পর ঘুমাতে যেত। সে বলতো, আমি বড় হয়ে মুরব্বী হয়ে জামা'তের কাজ করব। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পিতামাতা ও বোনদের এই শোক সহ্য করার সামর্থ্য দান করুন।

বর্তমানে এখানে হাযের জানাযা আসে না। অনেকেই আমার নিকট গায়েবানা জানাযা পড়ানোর আবেদন করে থাকেন। তাদের সবার জানাযা জুমুআর দিন পড়ানো সম্ভব হয় না, কেননা এর জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। কেবল নাম পড়তে গেলেই অনেক সময় লেগে যায়। তাই মোটের ওপর আমি এখানে গুটিকতক ব্যক্তির জানাযা পড়িয়ে থাকি। যদিও আরো অনেকের আবেদন এসে থাকে। আমি তাদের সকলের নাম না নিয়েই বলে দিচ্ছি, যাদের জানাযা আমি এখানে পড়াই তাদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। যারা জানাযা পড়ানোর আবেদন করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তরসূরীদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তাদের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। যাহোক, জুমুআর নামাযের পর আমি এই সমস্ত (মরহুমদের) গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

****

১ *পাতার শেষাংশ.....*

শত শত বছর পর। হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) নিজে 'সাবাত' এর সম্মান করতেন। যদিও ইহুদীদের মাঝে 'সাবাত'এর বিষয়ে যে উদাসীনতা তৈরী হয়েছিল, তিনি তার বিরোধী ছিলেন।

তিনি বলেন, " 'সাবাত' এর দিনটি মানুষের জন্য হয়েছে, মানুষ 'সাবাত' এর দিনের জন্য নয়।' (মারাকাস, ২য় অধ্যায়, আয়াত: ২৭) এর এটিই অর্থ যে, যদি সত্যিকার কোনও কাজ এসে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে 'সাবাত' এর বিস্তারিত বিধিনিষেধ মান্য করা যেতে পারে না। আর ধর্মের কাজেও 'সাবাত' বাধা দিতে পারে না। ইহুদীদের মধ্যে এই অনর্থক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, 'সাবাত' এর দিন তবলীগ করা, ওয়ায করা এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম করাও বৈধ। অথচ 'সাবাত'এর দিন কেবল জাগতিক কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ছিল।

ওয়াকফে নও যুবক ও শিশুদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর ক্লাস (শেষাংশ)

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, অনেকে পড়াশোনা করে ভাল চাকরি পেয়ে মাতা-পিতাকে সাহায্য করে, কিন্তু যারা জামিয়াতে পড়ে তারা মাতা-পিতাকে কিভাবে সাহায্য করবে?

হুযুর বলেন, মাতা-পিতা যদি কেবল ওয়াকফে নও-এর টাইটেল নেওয়ার জন্য ওয়াকফ করে থাকে তবে ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু যদি ওয়াকফ হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাতার ন্যায় ওয়াকফ করে থাকে। অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে যে, আমার গর্ভে যা আছে তা আমি ওয়াকফ করছি, ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। তিনি এই উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করেন নি যে, জাগতিক আয়-উপার্জন করবে। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল ধর্মের পুণ্য অর্জন করা। ওয়াকফে নও হলে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যে, ওয়াকফ করলে বস্তুজগতকে ভুলতে হবে। মাতা-পিতার সাহায্য করার কথাও ভুলে যাও। পিতা-মাতার সাহায্য অন্যান্য সন্তানরা করবে। যদি কোন পিতা-মাতা এত দরিদ্র হয় বা আর কোন সন্তানও নেই যারা তাদের সাহায্য করবে তবে ওয়াকফে নও জামাতে লিখিত জানিয়ে ওয়াকফ থেকে নিজেকে মুক্ত করুক এবং জাগতিক আয়-উপার্জন করুক। প্রকৃত ওয়াকফে নও সেই যে জামাতের খিদমত করছে এবং যার কোন অর্থলোভ নেই। অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ উদাসীন। আর তারা মুরুব্বী বা ওয়াকফে জিন্দগী হয়ে জামাতের সেবা করছে। অনেক এমনও আছে যারা এম.এস.সি করে বা পি.এইচ.ডি করে ওয়াকফ করে। তারা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে বা অন্য কোন বিভাগে খিদমত করছে। কাদিয়ানে আমাদের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, রাবোয়াতেও আরও অনেকে উচ্চশিক্ষিত আছেন তাদের মধ্যে ডাক্তারও আছেন যারা অতি স্বল্প বেতনে খিদমত করে থাকেন। পাকিস্তানেও কয়েকজন ডাক্তার আছেন, যদি তারা বাইরে সার্ভিস করে থাকেন তবে প্রত্যহ দুই-তিন লক্ষ টাকা আয় করবেন। কিন্তু এই সব ডাক্তাররা জামাতের সেবা করে থাকেন। এবং মাসের শেষে মাত্র কয়েক হাজার টাকা বেতন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। ওয়াকফের অর্থ হল ধর্মের সেবা করা, বস্তুজগতের দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। তাই সাহায্য করার প্রশ্নই উঠে না। যদি সাহায্য করতেই হয়, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে জামাত অত্যাচারী নয়, যুগ খলীফাও কোন অত্যাচার করে না। তাই এমন ব্যক্তিকে বলা হবে যে, যেহেতু পরিস্থিতি শোচনীয় তাই তুমি পিতা-মাতার সেবা কর। ওয়াকফ থেকে তুমি মুক্ত। ওয়াকফে নও বা ওয়াকফে জিন্দাগী বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টি ফেরায় না। তারা কেবল ধর্মের দিকে দৃষ্টি দেয়। তোমরা অঙ্গীকার করে থাক যে, ' ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব'। এর অর্থ কি? প্রধান্য দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল কেবল ধর্মের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং অর্থ কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। আল্লাহ্‌র ফযলে বর্তমানে জামাতের অবস্থা ভাল। মুরুব্বীরা ভাতা পেয়ে থাকেন। মাসিক খরচও দেওয়া হয়। আমাদের যারা পুরানো মুবাল্লিগ গিয়েছিলেন তারা এমন ভাবে থাকতেন যে, তারা রুটি কিনে রেখে দিতেন এবং এক-দুই টুকরো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন। কেননা, তরকারী জুটত না। এটিই ছিল তাদের দৈনন্দিন আহার। এটিই ছিল প্রকৃত ওয়াকফ। ক্যাথলিক পাদরীদের সম্পর্কে আমি বলেছি। একজন পাদরীকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি সেখানে গিয়ে কি কর। সেখানে একটি গোত্র ছিল যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। পাদরী বলল, আমি বাইবেলের অনুবাদ করতে চাই। আমি তাদের কাছে যাই, তাদের সঙ্গেই থাকি এবং তারা যা কিছু খায় আমিও তাই খাই। মাটিতে শুয়ে পড়ি, কেননা আমি তাদের ভাষা শিখে সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে চাই। অতএব ওয়াকফে জিন্দগীর এমন প্রেরণা হওয়া উচিত। অর্থ উপার্জন করা ওয়াকফে জিন্দগীর প্রেরণা হতে পারে না।

এক যুবক প্রশ্ন করে, হুযুর আপনি গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। আপনার কাছে সব থেকে প্রিয় স্থান কোনটি?

হুযুর বলেন, পৃথিবীরে প্রত্যেকটি স্থানই ভাল। ইউরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনেক। সবুজ-সতেজতা বেশি। ওয়েস্ট কোস্টের এই অঞ্চল, ক্যালগেরী প্রভৃমি স্থানগুলি বেশ সুন্দর। কিন্তু এখানে টোরেন্টোর এলাকায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয় আমার চোখে পড়ে নি। এখানকার মানুষ খুব ভাল। সুদর্শনও বটে। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চল বা পূর্ব আফ্রিকার অঞ্চল খুবই সুন্দর।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, আজকাল স্কুলে সবাই পার্টি করে। আমাকে যখন সবাই জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কেন কর না, তখন আমার উত্তর কি হওয়া উচিত? হুযুর বলেন, কে পার্টি করতে নিষেধ করেছে। জন্মদিনের পার্টি নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ কর। আমরা জন্মদিন

অনুভব করি। আপনার সমস্ত খুতবা শুনি এবং তা কর্মযোগে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। সম্ভবত তিনি আমাকেই দেখেছিলেন। এর থেকেই এটিই প্রমাণিত হয়।

গিনি কিনাক্রীর মুবাল্লিগ ইনচার্জ লেখেন, এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণে, যথারীতি জলসা সালানার আয়োজনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই লোকেরা সারা বছর অর্থ সঞ্চয় করে সিরালিওনের জলসায় যায়। এবছরও বিরাট সংখ্যক মানুষ নিজেদের খরচে সিরালিওনের জলসায় আসেন। এক হতদরিদ্র যুবক মুয়াল্লিম আব্দুল্লাহ্ সাহেব, যিনি জামাতের যৎ সামান্য ভাতায় সংসার চালান, তিনি এক বছর থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু অর্থ জলসায় অংশগ্রহণের জন্য সঞ্চয় করছিলেন। জলসার কাছাকাছি সময় তিনি নিজে এলাকার এক তবলীগাধীন ইমামকে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন আর নিজে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য সঞ্চিত সফর খরচটুকু তাকে দিয়ে দেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, জলসায় আপনার যাওয়ার কথা ছিল, কেন গেলেন না? তিনি বললেন, আমি তো আগে থেকেই পোক্ত আহমদী, কিন্তু এই ইমামের যাওয়া জরুরী ছিল, যাতে আহমদীয়াতের সত্যতা স্বচক্ষে দেখত আর তার হৃদয়ে আহমদীয়াত প্রবেশ করত। এই কারণেই আমি নিজের সম্পদ ও ভাবাবেগের ত্যাগস্বীকার করেছি। যাতে সে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসালাম স্বচক্ষে দেখে এই ঐশী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাজেই আল্লাহ্ তা'লাই বিপ্লব সৃষ্টি করছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহায্যকারীদের মনের এক বিশেষ উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করছেন।

হাজার হাজার মাইল দূরে বসে থাকা এক ব্যক্তি, যে হয়তো কখনও যুগ খলীফাকেও দেখে নি, কিন্তু মনের মধ্যে এক ব্যকুলতা আছে যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বাণী তথা আহমদীয়াতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে যাক আর মানুষ এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হোক।

বুলগেরিয়া থেকে মুরুব্বী সাহেব লেখেন, মানিকাটোফ নামে এক চিকিৎসক জামাতের একজন শুভাকাঙ্খী যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তিনি খৃষ্টধর্মের অনুসারী। তিনি তিন বার জার্মানীর জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতও করেছেন এবং ছবিও তুলেছেন। বুলগেরিয়া এসে তিনি এই ছবিগুলি বিভিন্ন শহরে তাঁর ক্লিনিকে টাঙিয়ে রেখেছেন আর তিনি রোগীদেরকে জামাত আহমদীয়া এবং খিলাফত সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। এইভাবে তাঁর মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছাচ্ছে আর তবলীগে নতুন পথ উন্মোচিত হচ্ছে।

কিছু কিছু কারণে জলসায় আগমণকারীরা, তারা নিজেরা আহমদীয়াত গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু তারা নিজেরা তবলীগের মাধ্যম হচ্ছেন এবং তাদের মাধ্যমে বয়আতও হচ্ছে।

ইন্ডোনেশিয়ার আমীর সাহেব নিজের রিপোর্টে লেখেন, বোগোর এলাকার একটি গ্রামে এক মৌলবী নিজের ভাষণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে নিয়ে অভিযোগ আপত্তি করতে আরম্ভ করেন আরা যারা বয়আত করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন,তাদের বিরোধীতা করতে শুরু করেন।কিন্তু আমাদের নওমোবাইনরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অবিচল থাকেন। মৌলবীর বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে নি। অপরপক্ষে বিরুদ্ধবাদী মৌলবী ঈদের একদিন আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। এর পর আবু হাশিম নামে আরও এক মৌলবী বিরোধীতা আরম্ভ করে, যে কি না মজলিস উলামা-র সদর। আমাদের নওমোবাঈনদের সম্পর্কে সে বলত, এরা মুসলমান নয়, জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমন ঘটনা ঘটে যে, কিছু কাল পর তাকেও সেই পদ থেকে অপসারিত করা হয়। এরপর ডেডি নামে এক মৌলবী জামাতের তুমুল বিরোধীতা আরম্ভ করে। নওমোবাইনদের প্রকাশ্যে ভীতি প্রদর্শন করত আর বলত, আহমদীদেরকে টুকরো টুকরো কেটে মাছেদের খাইয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এইভাবে প্রকাশ পেল যে, সে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়ল আর কিছু কাল পর এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল। তার নিজের পরিবারের সদস্যরা ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি তার মৃত্যুতেও যায় নি।

যাইহোক, আমাদেরকে সর্বত্র ধৈর্য ও দোয়া সহকারে কাজ করতে হবে আর এটিই আমাদের কাজ আর এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা হয় তাদেরকে হিদায়াত দিন নতুবা তাদের থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দিন আর তাদের কর্মের পরিণাম তাদের জন্য প্রকাশ করুন।

সব শেষে হযরত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'কোনও মিথ্যা কখনই এত বেশি বিস্তার লাভ করতে পারে না। আর যাইহোক, পৃথিবীতে আমরা দেখি যে অসৎকর্মশীল, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারকরা নিজেদেরই মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এমন মিথ্যাবাদীও কি হতে পারে, যে অনবরত পঁচিশ বছর খোদা তা'লার নামে মিথ্যা রচনা করে (যে যুগে তিনি একথা বলেছিলেন, তখন পঁচিশ বছর হয়ে গিয়েছিল) ক্লান্ত হয় না আর খোদার আত্মাভিমান তার জন্য জাগ্রত হয় না, উপরন্তু তার সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশ করে চলেন। এ এক অদ্ভুত বিষয়। এমনটি কখনওই হতে পারে না। খোদা তা'লা সব সময় সত্যবাদীদেরকেই সাহায্য ও সমর্থন করে থাকেন।" আজ একশ ত্রিশ বছর পরও আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আমরা লাভ করছি।

তিনি আরও বলেন, 'সেই সময় যখন কেউ জানত না আর এখানে আসত না, তখন বলেছেন' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'ইয়াতুনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক' এবং ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক' এটা কি একজন মিথ্যারচনাকারী করতে পারে যে, এমনটি বলবে আর খোদা তা'লাও এমন মিথ্যারচনাকারীর বিষয়ে পরোয়া করবেন না, বরং তার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে দূর-দূরান্তের মানুষও তার কাছে আসে আর যাবতীয় প্রকারের উপঢৌকন ও নগদ অর্থও পৌঁছতে শুরু করেছে। যদি বিষয় এমনটিই হয় যে, মিথ্যারচনাকারীর সঙ্গেও এমন আচরণ হয়, তবে নবুয়ত থেকেই মানুষের বিশ্বাস উঠে যাওয়ার উপক্রম হত। এই নিদর্শনটিই আমাদের জামাতের ভালবাসা এবং নিষ্ঠায় উন্নতির কারণ হচ্ছে। মিথ্যারচনাকারী এবং সত্যবাদীকে তো মুখ দেখেই চেনা যায়।"

"সত্যের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যে,সৎ প্রকৃতির লোকেদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদীদের ভালবাসায় আপ্লুত করে দেন। নির্বোধদের জন্য এই জৌতি থেকে অংশ পাওয়ার উপায় নেই। সে সব সময় অবিশ্বাসীই থাকে।" তিনি বলেন, 'কৃত্রিমতা অবলম্বনের আমার কোনও প্রয়োজন নেই।..... এটি আমার নিজের কোনও কাজ নয়, খোদা তা'লার নিজের কাজ, তিনি নিজেই তা করছেন।'

তিনি অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সকলের পলায়নে পথ বন্ধ করবেন। স্মরণ রেখো, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে, তিনি স্বয়ং তাদের সম্মানিত করেন আর তাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করে দেন। আর যারা তাঁর পক্ষ থেকে আসেন না, যারা মিথ্যারচনাকারী, শেষমেশ তারা লাঞ্ছিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।"

এরপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চান না আমাদের জামাতের ঈমান দুর্বল থাকুক। অতিথি যদি নাও চান, তথাপি তার সামনে খাদ্য পরিবেশন করা গৃহকর্তার কর্তব্য। অনুরূপভাবে যদি নিদর্শনের কোনও প্রয়োজন নাও দেখা দেয়, তবুও আল্লাহ্ নিজ কৃপাগুণে জামাতের ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিদর্শন প্রকাশ করে থাকেন। একথাও সত্য যে, যারা নিজেদের ঈমানকে নিদর্শনের শর্তে বেঁধে রাখে, তারা ভয়ানক ভুল করে। হযরত মসীহ (আ.) এর শিষ্যগণ খাদ্যসম্ভারের নিদর্শন চাইলে তাদেরকে উত্তর দেওয়া হয় যে, এরপরও অস্বীকার করলে এমন শাস্তি পাবে যার তুলনা পাওয়া যাবে না"।

এরপর বলেন, 'অতএব যাচনাকারীর পক্ষে বেশি প্রশ্ন না করা এবং নিদর্শন চাওয়া উপর জোর না দেওয়াই শিষ্টাচারের পরিচয়। যারা শিষ্টাচারের এই পন্থা দৃষ্টিতে রাখে, খোদা তা'লা তাদেরকে কখনও নিদর্শহীন ত্যাগ করেন না, তিনি তাদেরকে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে দেন। সাহাবাদের অবস্থা দেখ- তাঁরা নিদর্শন চায় নি, কিন্তু খোদা তা'লা তাঁদেরকে নিদর্শনহীন রেখেছেন? মোটেই নয়। তাঁরা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, শত্রুরা মহিলাদেরকে পর্যন্ত ভয়ানক কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছে। কিন্তু তখনও সাহায্য প্রকাশ পায় নি। অবশেষে খোদার প্রতিশ্রুতির মুহূর্ত উপস্থিত হল এবং তাঁদেরকে সফলকাম করল আর শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিল। একথা সত্য যে, খোদা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।"

তিনি বনে, ' এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ঈমানই এই সমস্ত উন্নতির মূল। এর দ্বারা মানুষ বড় বড় গন্তব্য পৌঁছে যায় এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫৪-৩৫৬)

এরপর বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'হে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের

দল এবং সিজদানশীনদের দল! এখন তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই বিবাদ সীমা অতিক্রম করেছে। আর যদিও এই জামাত তোমাদের জামাতের তুলনায় ছোট্ট একটি জামাত-(সেই সময় যখন তিনি একথা বলছিলেন, হয়তো তখন এই সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজার ছিল, এখনও অনেক কম) তবু মনে রেখো যে, এটি খোদার হাতে রোপিত চারাবৃক্ষ। খোদা তা'লা কখনও এটি নষ্ট করবেন না। তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এটিকে পূর্ণতা দান করেন। তিনি এটিতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং এর চারপাশ বন্ধনী তৈরী করবেন এবং এটিকে বিস্ময়কর উন্নতি দান করবেন। তোমরা কি কম শক্তি প্রয়োগ করেছিলে? যদি এটি মানুষের কাজ হত, তবে কবেই এই বৃক্ষ কাটা পড়ত, এর নাম চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮১-২৮২, আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৬৪)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পূর্বের থেকে বেশি জামাতের উন্নতি দেখান। বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্টতা এবং চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন। পুণ্যবানদের সাহায্য করুন যাতে তারা কুমন্ত্রণা দানকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে বেরিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস ও যুগের ইমামকে মান্যকারী হয় এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য খোদার সেই বীরপুরুষের সাহায্যকারী হয়। পৃথিবী থেকে বিবাদ-বিশৃঙ্খলারও অবসান হোক আর জগতবাসী এক-অদ্বিতীয় খোদা উপাসকে পরিণত হোক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও নিজেদের কর্তব্য পালনের তৌফিক দিন আর আল্লাহ্ করুন এদেরও শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। এখন দোয়া করে নিন।

(৯ এর পাতার পর....)

পালন করি না। আমাদের পালন করার পদ্ধতি ভিন্ন যা আমি পূর্বে অনেকবার বলেছি। তোমরা বন্দুদেরকে নিমন্ত্রণ করার পরিবর্তে এবং কেক কেটে পয়সা ও অর্থ অপচয় না করে সেই পয়সা সদকা করা উত্তম। দুই রাকাত নফল পড় এই জন্য যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন তাই তোমার একটি বছর ভাল কেটেছে। পরের বছরও যেন ভাল যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই ভাবে নিজেদের জন্মদিন পালন কর। তোমরা বলবে যে, আমরা এইভাবে জন্মদিন পালন করে থাকি। হ্যাঁ একে অপরকে নিমন্ত্রন করা উচিত, এতে কোন অসুবিধা নেই। মহানবী (সা.) বলেছেন দাওয়াত কর এবং দাওয়াত গ্রহণ কর। এরফলে ভালবাসা বাড়ে। নিজেকে গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া উচিত নয়। পৃথিবীতে থাকতে হবে কিন্তু আমাদের ধর্মের গুণাবলী সকলকে জানাতে হবে। বন্ধুত্ব করলে তবেই তোমার কথা কেউ শুনবে। তবেই তুমি তবলীগ করতে পারবে।

* এক যুবক প্রশ্ন করে যে, একজন নাস্তিক প্রশ্ন করেছে যে, কোন মহিলা কেন খলীফা হয় না? এর দ্বারা প্রতীত হয় যে, ধর্মে পুরুষদের আধিপত্য রয়েছে।

হুযুর বলেন, এটি কোন নাস্তিকের প্রশ্ন নয় তো? যদি কোন মহিলা খলীফা হয়ে যায় তবে কি সে খোদার উপর বিশ্বাস আনবে? প্রশ্ন হল মহিলা কেন হতে পারে না? তবে এটিও তো প্রশ্ন হতে পারে যে মহিলার নবী কেন হতে পারে না? এটি চিন্তাধারার পার্থক্য। আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের যে নীতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল নবী সর্বদা পুরুষদের মধ্যে থেকেই এসে থাকেন। অনুরূপভাবে নবীদের সহকারী হয়ে থাকেন যাদেরকে খলীফা বলা হয় তারাও পুরুষ হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা নিয়ম এভাবেই চলে আসছে। দ্বিতীয়ত মহিলাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিন এমন আছে, ইসলাম অনুসারে যে সময় তাদেরকে নামায থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাঠ করা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই দিনগুলিতে কি তারা ধর্মীয় কাজ থেকে বিরত থাকবে। মহিলা বলবে আজ আমার জন্য নিষেধ আছে। আজ আমি তোমাদেরকে কোন দোয়াও শেখাতে পারব না, নামাযও পড়তে পারব না, কুরআনের কোন কথাও শেখাতে পারব না। মেয়েদেরকে তাদের বাধ্যবাধকতার কারণে একটি বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। অন্যানা পুণ্যের কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা নারী ও পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য ত্রিশ দিন পাঁচ বেলা নামায পড়ার আদেশ রয়েছে। মহিলারা যদি ২৩ বা ২৫ দিন নামায পড়ে তবে তারা পুরুষদের সমতুল্য পুণ্য অর্জন করবে। এটি তো মহিলাদের পক্ষেই। অনুরূপভাবে আরও অনেক বিষয় আছে। আল্লাহ্ তা"লা মহিলাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেন নি। যদি কোথাও যুদ্ধ করতে হয়, ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াতে হয় তবে সেটি পুরুষদের কাজ। ইসলামের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.) কে একজন মহিলা যখন বলল যে, পুরুষরা জিহাদে যায় এবং এর পুণ্যও বেশি। তাই আমরা যদি বাড়িতে থেকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করি তবে কি আমাদেরও পুণ্য হবে। তিনি (সা.) বললেন তোমরাও জিহাদের পুণ্যের অংশীদার হবে। শ্রমের ভিত্তিতে ইসলামে যে বিভাজন রয়েছে সেখানে মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই বিশেষ বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছে। উভয়কেই সমপরিমাণ পুণ্যের অধিকারী করা হয়েছে। এই নীতি সর্বত্র প্রযোজ্য। জাগতিক নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম নির্ধারিত আছে। ইসলাম যদি কাজ গুলিকে ভাগ করে দেয় তবে এতে আপত্তির কি আছে? এটি কেবল অহেতুক আপত্তি করা। নাস্তিকরা তো ধর্মের উপরেই আপত্তি করে। তাদের মতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাই নেই। প্রত্যেক জিনিসের একটি নীতি থাকে। সম্প্রতি একটি ভাষণেও আমি এর উল্লেখ করেছি। পাঠদান কারীরা একথা স্বীকার করে যে, যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীতে ধর্ম এসেছে মানুষের আচরণও বিকশিত হয় নি। ধর্ম মানুষকে আচরণ-বিধি শিখিয়েছে। এই সকল দার্শনিক বা নাস্তিকদের আচরণ ও শিষ্টাচারও ধর্ম থেকে ধার করা। যখন মানুষ অসভ্য ও বর্বর ছিল, জঙ্গল ও গুহার মধ্যে বাস করত তখন তার আচরণ কেমন ছিল। তখন তারা পশুসুলভ আচরণ করত। এরা তো চলচিত্রের মাধম্যেও দেখিয়ে থাকে যে, মানুষ পশুর মত আচরণ করছে। ধর্ম মানুষকে এই আচরণ শিখিয়েছে। এখন তারা ধর্মের উপর আপত্তি এই জন্য করে যে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায় না। এরা ধর্মকে জানে না, ধর্মের মর্ম বোঝেনি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন যে, কোন বস্তুকে না দেখা বা তার সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকার অর্থ এই নয় যে বস্তুটির অস্তিত্বই নেই। পাকিস্তানে একটি গ্রাম আছে যার নাম মন্ডী বাহাউদ্দীন। যদি কোন কানাডাবাসী সেই গ্রাম না দেখে থাকে তবে সে একথা বলতে পারে না যে এই গ্রামের অস্তিত্ব নেই। যদি সে বলে এই গ্রামটিকে মানচিত্রে অকারণে স্থান দেওয়া হয়েছে তবে মানুষ তাকে উন্মাদই বলবে। অনুরূপভাবে ধর্মের সঙ্গে যার সম্পর্কই সৃষ্টি হয় নি, যে ধর্ম সম্পর্কে কিছু দেখে নি বা শেখেনি, যে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন তার এমন আপত্তি উত্থাপন করা যে, খোদার অস্তিত্বই নেই-তার এমন আচরণকে চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে? 'হামারা খোদা' নামে একটি পুস্তক আছে। তুমি কি সেটি পড়েছ? ইংরেজিতে বইটির নাম গুঁৎ এড়ফ বইটি অবশ্যই পড়। প্রত্যেক ওয়াকফে নও বাচ্চাকে বইট বড়া উচিত। কেননা বর্তমান যুগে নাস্তিকতা প্রভাব বিস্তার করছে। এই সকল আপত্তিকারীদেরকে যদি যুক্তি-প্রমাণ সহকারে উত্তর দাও তবে তারা আর কথা বলে না। Richard Dawkins একজন প্রখ্যাত নাস্তিক। সব সময় খোদার উপর আপত্তি করে। তাকে আমি তফসীরে কবীরের ইংরেজি সেট এবং খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর জবাব Revealtaion Rationality পুস্তক পাঠিয়ে বলেছিলাম এগুলি পড়ে বল যে, খোদা আছে কি না। তার উত্তর ছিল আমার পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই। আমি মানি না। হুযুর বলেন এটি কোন যুক্তি নয়। তারা আমাদেরকে তাদের পুস্তক পড়তে বলে। কিন্তু আমরা যখন বলি আমাদের পুস্তক পড় তখন তারা বলে যে প্রয়োজন নেই। আমি এই সমস্ত পুস্তক ইমাম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম।

* এক যুবক প্রশ্ন করে, আপনি কি কানাডা জামাতের উপর প্রসন্ন?

হুযুর বলেন, অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ আছে কি? যদি সন্তুষ্ট না হই তবে অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকা চায়। তুমি কি কোন কারণ দেখেছ? যদি অসন্তুষ্টির কোন কারণ না থাকে তবে অকারণ আমি অসন্তুষ্ট হব কেন? আমি তো জলসায় ডিউটি পালনকারীদের প্রশংসা করেছি। তাই তোমাদের মধ্যে যারা ডিউটি দিয়েছে তাদেরও প্রশংসা করেছি।

* একজন আতফাল প্রশ্ন করে, Genetic Modification মানুষের জন্য উপকারী। এটি যদি অবৈধ হয় তবে এর কারণ কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি কোন ব্যাধির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এটি করা হয় তবে সঠিক। কিন্তু ক্লোনিং-এর অনুমতি নেই বা কারোর মুখাবয়ব পাল্টে ফেলা অনুচিত। যদি স্টেম সেল বা অন্য কোন টিসুর মাধ্যমে ঠিক করা হয় তবে তা বৈধ। এর দ্বারা মাতৃগর্ভে ভ্রুণের চিকিৎসাও বৈধ। অবৈধ হল কোন জিনিসের আকৃতি বদলে ফেলে ক্লোনিং করা। আরও একটি অবৈধ কাজ হল স্বামী ছাড়া কোন অন্য কোন ব্যক্তির শুক্রাণু মহিলার ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো। স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বানুর নিষেকের মাধ্যমে ভ্রুণের জন্ম দেওয়া উচিত।

* আরও একটি শিশু প্রশ্ন করে যে, ফল, সব্জি ও শস্যকে Genetic Modified করা বৈধ কি না?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, অনেক ফল ও সব্জি এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এটা করা যায়। যেমন-গম। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে এক একর জমিতে আড়াই কুইন্টাল গম উপৎপাদন হত। বর্তমানে ২০-২৫ কুইন্টাল প্রতি একর উৎপাদন হয়। তারা এই উৎপাদন ক্ষমতা এরই মাধ্যমে বৃদ্ধি করেছে। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও Genetecally রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। হুযুর বলেন, তুমি গবেষণা ক্ষেত্রে যাও Genetics -এ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন কর এরপর পি.এইচ.ডি করে গবেষণায় যাও।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 29 Oct, 2020 Issue No.44

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এই উপলক্ষ্যে আমি আপনাদেরকে দেশের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের উপদেশ দিতে চাই। পরিস্থিতি যাইহোক, আপনাদেরকে দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত এবং দেশের মঙ্গলের জন্য দোয়া করা উচিত।

খিলাফতের প্রতি সম্পৃক্ততা অত্যন্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার আমাদের উপর অনেক বড় কৃপা যে আমাদের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।

২০২০ সালের ২৮ ও ২৯ শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ভারতে মজলিসে শুরা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

মজলিসে শুরা ভারতের প্রিয় প্রতিনিধিবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহিও ওয়া বারাকাতুহু।

আল হামদোলিল্লাহ্, আপনারা মজলিসে শুরার আয়োজন করার তওফিক লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে সার্বিক সফলতা দান করুন এবং আশিসমণ্ডিত করুন। আমীন।

এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমি আপনাদেরকে দেশের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন, খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং যুগ খলীফার প্রতিটি নির্দেশকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপদেশ দিতে চাই।

বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোনও দেশ বা ভূখণ্ড এর থেকে নিরাপদ নয়। কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিপন্ন, কোথাও দারিদ্র , কোথাও সমাজে শ্রেণি বিভাজন ও জাতিগত অত্যাচার হয়ে চলেছে। অনুরূপভাবে ধর্মের নামেও জটিলতা এবং অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি যাইহোক, আপনাদেরকে দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত এবং দেশের মঙ্গলের জন্য দোয়া করা উচিত। আঁ হযরত (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, দেশের প্রতি ভালবাসা একজন প্রকৃত মুসলমানের ঈমানের অংশ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সারা বিশ্বব্যাপী আহমদীরা নিজেদের দেশ এবং দেশবাসীকে ভালবাসে এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিক জীবন অতিবাহিত করে। এটি আপনাদেরও লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বীয় জামাতকে যাবতীয় প্রকারের বিশৃঙ্খলা এবং অনিষ্টতার পথ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মালফুযাতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ধর্মঘট হয়। সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, ছাত্ররা যখন লাহোরে নিজেদের অধ্যাপকের বিরোধীতায় ধর্মঘট করেছিল, তখন আমাদের ছেলেদের যারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারা যেন এই বিরোধীতায় অংশ না নেয় এবং নিজেদের শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অবিলম্বে কলেজে প্রবেশ করে। তারা আমার আদেশ শিরোধার্য করেছিল এবং কলেজে প্রবেশ করে এমন এক সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল যে, অন্যান্য ছাত্ররাও অবিলম্বে কলেজে প্রবেশ করেছিল।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩)

কাজেই একজন আহমদীকে সর্বাবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে দূরে থাকা উচিত এবং দেশ-প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত। যারা আমাদের জামাত সম্পর্কে অবগত, তারা জানে যে আমাদের থেকে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নাগরিক আর কে হতে পারে যাদেরকে বার বার দেশ সেবার উপদেশ দেওয়া হয় আর যাদের কাছে বার বার এই অঙ্গীকার নেওয়া হয় যে তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রকারের ত্যাগস্বীকারের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর প্রিয় জামাতকে যুগের সরকারের আনুগত্য এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শিক্ষা দান করেছেন। কাজেই আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজেদেরকে সমাজের জন্য ইতিবাচক এবং জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত করা। দেশ ও জাতির সেবা এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নমুনা উপস্থাপন করা। আপনাদের দ্বারা যেন এমন কোনও কাজ সংঘটিত না হয় যা দেশের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করে।

এছাড়া খিলাফতের প্রতি সম্পৃক্ততা অত্যন্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার আমাদের উপর অনেক বড় কৃপা যে আমাদের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি সুদৃঢ় শৃঙ্খল আপনাদের হাতে রয়েছে যা ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এই শৃঙ্খল ছিন্ন হবে না, কিন্তু আপনি যদি নিজের হাত সামান্য আলগা করেন, তবে আপনার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর থেকে রক্ষা করুন। এই কারণে সব সময় এই আদেশটি স্মরণে রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জুড়ে থাক। কেননা, এখন এটি ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। এই খিলাফতের কল্যাণেই বিশ্ব জুড়ে জামাত একত্বের সুত্রে গেঁথে রয়েছে আর ধর্মীয় উন্নতির নতুন নতুন লক্ষ্য অর্জন করে চলেছে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য এবং ধর্ম ও জাগতিকতার কল্যাণ থেকে অংশ পেতে সব সময় খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন।

আপনারা নিজের নিজের জামাতের প্রতিনিধি হিসেবে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল যুগ খলীফার প্রতিটি নির্দেশকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আজ যখন কিনা এম.টি.এ এবং যোগাযোগের অন্যান্য একাধিক মাধ্যম রয়েছে, তা সত্ত্বেও অনেকে এর থেকে উপকৃত হয় না।এমন মানুষদের কাছে যুগ খলীফার বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত। যেমন জুমআর সময় খুতবা জুমার সারাংশ শোনানো যেতে পারে। অনুরূপভাবে যারা লেখাপড়া জানে না বা যারা খুতবা কিম্বা খুতবার ভাষা বুঝতে পারে না, তাদের নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করার স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনুরূপভাবে যারা জামাতীয় তরবীয়তের কাজে নিয়োজিত আছে, তাদেরকে নিজেদের বক্তব্যেও যুগ খলীফার বক্তব্য ও খুতবা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাছাই করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা উচিত। এরফলে তরবীয়তের ক্ষেত্রে একত্ব তৈরী হবে। এটি সেই একত্ব যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমগ্র বিশ্বের আহমদীরা যখন যুগ খলীফার উপদেশ ও নির্দেশ শোনে, তখন তাদের উপর অসাধারণ পুণ্যময় প্রভাব পড়ে। কেননা এটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা গেছে যে, একই কথা অন্য কারো মুখ থেকে শুনে শ্রবনকারীর উপর সেই প্রভাব পড়ে না যা যুগ খলীফার কথা শুনে হয়ে থাকে। এর পিছনে আসলে সেই ভালবাসা ও ভক্তি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা মোমেনের অন্তরে যুগ খলীফার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে নিজেদের দায়িত্বাবলী সঠিক অর্থে পালন করার তৌফিক দান করুন এবং যুগ খলীফার প্রকৃত 'সুলতানে নাসীর' ও প্রকৃত সাহায্যকারী করুন। আমীন

ওয়াসসালাম, খাকসার
মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir